দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কমিটির প্রথম বৈঠকে বলেছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া বন্ধ করতে হবে এবং সিলেবাসের বোঝা লাঘব করতে হবে। বৈঠকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে দুপুরে খাবার পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর করার দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং একই উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে স্কুলে শিক্ষার্থীদের দুপুরে খাদ্য পরিবেশনের সিদ্ধান্ত।

জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতি সবকিছুর অগ্রগতিই নির্ভর করে শিক্ষা বিস্তারের ওপর। দারিদ্র্য মোচনের ক্ষেত্রেও শিক্ষাই জাতির প্রধান হাতিয়ার। তা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি এখন পর্যন্ত গর্ব করার মতো নয়। এমনকি এদেশে সাক্ষরতার হারও গৌরবজনক নয়। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দারিদ্র্য বিমোচনের পথে শিক্ষার এই অবস্থা বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে।

এই অবস্থায় শিক্ষার ওপর যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে সরকার এ সম্পর্কে সচেতন। এ কারণে সরকার ১৯৯৭-৯৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছেন। পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের ওপরও সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার অনেক সমস্যা আছে। ঐ বিদ্যালয়ে যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় তার একটা বিরাট অংশ ঝরে যায় অর্থাৎ লেখাপড়া ত্যাগ করে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বর্তমানে প্রতি ৭০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক বরাদ্দ। এরফলে ঐ স্কুলগুলোতে পঠন-পাঠন সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি সিলেবাসের চাপেও অনেক শিক্ষার্থী ঝরে যায়। প্রধানমন্ত্রী তাই প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে সিলেবাসের বোঝা লাঘব করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং সিলেবাসের চাপ লাঘব করা হবে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়াও পুরোপুরি বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের দুপুরে আহার পরিবেশনের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আমরা এই সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানাই। অচিরেই এই ব্যবস্থা চালু হবে বলে আমরা আশা করছি।